তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর: ১৯৭৩

**চট্টগ্রামে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ**

চট্টগ্রাম, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল):

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমানের নির্দেশে নগরীর নৈতিক স্কুলে ১১০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়।

এ সময় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সোনিয়া হক এবং প্রতীক দত্ত।

এছাড়া  উপস্থিত ছিলেন নৈতিক স্কুল চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. গাজী সালাউদ্দিন।

#

বশার/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭২

**জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় প্রবেশ করেছে। একটি স্বনির্ভর, উন্নত ও টেকসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রেই মেধার বিকাশ নিশ্চিতকরণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে অর্থবহ অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ নীতিমালা প্রণয়ন করা করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ‘বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস ২০২১’ উপলক্ষে Intellectual Property Association Bangladesh (IPAB) আয়োজিত ÔIP & SMEs: Taking ideas for achieving SDGsÕ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল, আইন ও বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বিবেচনায় আনা হয়েছে। নীতিমালায় মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা উৎসাহিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নের জন্য যেসব সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মেধাসম্পদ অধিকার ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য বর্তমানে বিদ্যমান মেধাসম্পদ সম্পর্কিত অফিসগুলোতে (পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস) স্বয়ংক্রিয় সার্ভিস পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে অফিসগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সেবার মান উন্নয়ন করা; বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের মাধ্যমে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার প্রসার ঘটানো; মেধাসম্পদজনিত আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা; মেধাসম্পদ সম্পর্কিত সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা, আইপি অফিসসমূহে স্বয়ংক্রিয় ই-সার্ভিস চালু করা, ন্যাশনাল আইপি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, মেধাসম্পদ ফান্ড গঠন, মেধাসম্পদ কৃষ্টির প্রসার ইত্যাদি।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, কপিরাইট ও মেধাসম্পদ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে জাতীয় প্রয়োজন ও আধুনিক সতত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কপিরাইট আইন ২০২১ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মেধাসম্পদের স্বীকৃতি, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য আইনে প্রয়োজনীয় সবকিছুই সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

IPAB এর সভাপতি শামসুল আলম মল্লিক এফসিএ'র সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব কেএম আলী আজম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই এর সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন।

উল্লেখ্য, বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- ÔIP & SMEs: Taking your ideas to market.Õ এ প্রতিপাদ্যের সাথে মিল রেখে Intellectual Property Association Bangladesh (IPAB) আয়োজিত ওয়েবিনারের নাম রাখা হয়েছে- ÔIP & SMEs: Taking ideas for achieving SDGs.Õ

#

ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭১

**"বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব" পদক দেবে সরকার**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

"বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব" পদক প্রবর্তন করেছে সরকার। রাজনীতি; অর্থনীতি; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া; সমাজসেবা; স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ; গবেষণা এবং কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য এ বছর (২০২১ সাল) থেকে পাঁচজন বাংলাদেশি নারীকে এই পদক প্রদান করা হবে।

আজ "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১" প্রদান সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রণয়ন বিষয়ে এক ভার্চুয়াল সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের রয়েছে অপরিসীম অবদান। বঙ্গমাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহধর্মিণী ও বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে নেপথ্য কারিগর।

সভায় আরো অংশগ্রহণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব, মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীনসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় জানানো হয়, "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব" পদক নারীদের জন্য 'ক' শ্রেণিভুক্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে গণ্য হবে। পদক প্রদানের জন্য মনোনীত নারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

পদকপ্রাপ্ত একজন নারী পাবেন আঠারো ক্যারেট মানের চল্লিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, চার লাখ টাকার চেক ও সম্মাননা সনদ। এ লক্ষ্যে "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব" পদক নীতিমালা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবছর ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত "ক" শ্রেণির জাতীয় দিবস অনুষ্ঠানে চূড়ান্তভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের এ পদক প্রদান করা হবে।

আবেদনের নির্ধারিত ছক www.mowca.gov.bd ও www.jms.gov.bd - এ পাওয়া যাবে। যা পূরণ করে আগামী ৩১ মের মধ্যে ই-মেইলে (sasmobio-1@mowca.gov.bd) এবং ডাকযোগে হার্ড কপি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

#

আলমগীর/রোকসানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭০

**পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায় বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস ভয়াবহ মহামারি আকার ধারণ করার পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ১৪৪২ হিজরি/২০২১ সালের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায় বিষয়ে কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শরিয়তে ঈদগাহ বা খোলা জায়গায় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিজনিত কারণে মুসল্লিদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে এ বছর ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে ঈদের নামাজের জামায়াত নিকটস্থ মসজিদে আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামায়াত অনুষ্ঠিত করা যাবে।

ঈদের নামাজের জামায়াতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসতে পারবেন।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে ওযুর স্থানে সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে; মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে; প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে; ঈদের নামাজের জামায়াতে আগত মুসল্লিকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না; ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে; শিশু, বয়োবৃদ্ধ, যে কোন অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না; সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে; করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে জামায়াত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে; করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আল-আমিন এর দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে; এবং সম্মানিত খতিব, ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটি বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লিখিত নির্দেশনা লঙ্ঘিত হলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অতি জরুরি। ইতোমধ্যে মসজিদে নামাজ আদায়ে কতিপয় নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে সারা দেশে জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলিসহ বিশেষ সতর্কতামূলক বিষয়াদি অনুসরণপূর্বক শর্তসাপেক্ষে ১৪৪২ হিজরি/২০২১ সালের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৯

**সড়ক-মহাসড়কের নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে**

**---ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

মন্ত্রী আজ নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে কুমিল্লা সড়ক জোন, বিআরটিএ এবং বিআরটিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ভূমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রতা প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে দেয়। কাজেই ভূমি অধিগ্রহণ কাজের সমন্বয় আরো জোরদার করতে হবে। নির্মাণ কাজ চলাকালে মনিটরিংও জোরদার করতে হবে।

কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) জাতীয় মহাসড়ক এবং কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)- নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়কের চলমান কাজে ধীরগতি রয়েছে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্মাণ কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে আরো উদ্যোগী হতে হবে এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। এ সময় তিনি দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দেন।

এছাড়া সড়ক নিরাপত্তা বিধানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিমসারে চালকদের জন্য নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারটির চলমান কাজ ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আব্দুস সবুর, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মনির হোসেন পাঠান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আব্দুল মালেক, কুমিল্লা সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শওকত আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বিআরটিএ এবং বিআরটিসি'র কর্মকর্তাগণ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

                                               #

ওয়ালিদ/রোকসানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৮

**মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে টিসিবি’র ন্যায্যমূল্যের পণ্য পৌঁছে দেবে ই-কমার্স**

**-- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

বানিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্শি বলেছেন, দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরে ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি)’র ন্যায্যমূল্যের পণ্য পৌঁছে দেবে ই-কমার্স। টিসিবি ট্রাক সেলের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্যমূল্যে দেশব্যাপী বিক্রয় করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ যাতে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সরকার ই-কমার্সের সহযোগিতায় ভোজ্য তেল, ছোলা, চিনি এবং ডাল এ চারটি পণ্য বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ই-কমার্স খুব কম সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছর প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে অন-লাইনে। ই-কমার্সে নিয়োজিত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানুষ যাতে প্রতারিত না হয় এবং ঘরে বসে ই-কমার্সের সুবিধা ভোগ করতে পারে, সে লক্ষ্যেও সরকারের পদক্ষেপ রয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং টিসিবি এর সহযোগিতায় ই-কমার্স এসোসিয়েশন (ই-ক্যাব) আয়োজিত ‘মাহে রমজানে ঘরে বসে স্বস্তির বাজার’ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, টিসিবি ন্যায্যমূল্যের পণ্য মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য ই-কমার্সের সহযোগিতা নিয়েছে। বিগত দিনে পেঁয়াজ ও আম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশের মানুষ সুফল পেয়েছে। আশা করা যায়, মানুষ

ই-কমার্সের প্রতি আস্থাশীল হবেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে ই-বাণিজ্য দেশে প্রসার লাভ করবে।

উল্লেখ্য, ই-ক্যাব ডিজিটাল হাট ডট নেট এর ৮টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের সুবিধার্থে অন-লাইনে টিসিবি’র পণ্য বিক্রয় করছে। আজ থেকে সপ্তাহব্যাপী অর্থাৎ আগামী ৬ মে পর্যন্ত ভোজ্য তেল, ছোলা, চিনি এবং ডাল এ চারটি পণ্য বিক্রয় শুরু করেছে। ভোজ্য তেল প্রতিলিটার ১০৮ টাকা এবং চিনি, ছোলা এবং ডাল ৫৮ টাকা দরে বিক্রয় করছে। একজন ক্রেতা সপ্তাাহে ৫ লিটার তেল এবং ৩ কেজি করে চিনি, ছোলা, ডাল ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। ডেলিভারি চার্জ সর্বোচ্চ ঢাকা শহরে ৩০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলায় এ সকল পণ্য বিক্রয় শুরু হয়েছে।

ই-কমার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শমী কায়সারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, ডব্লিউটিও সেলের মহাপরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য) এএইচএম শফিকুজ্জামান।

#

বকসী/রোকসানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৭

**মহামারির মধ্যে যারা দুষ্কর্ম করে তাদের কি গ্রেফতার করা যাবে না?**

**---বিএনপিকে প্রশ্ন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

করোনা মহামারির মধ্যে হেফাজত নেতাদের গ্রেফতার না করতে বিএনপি মহাসচিবের দাবির জবাবে 'মহামারির মধ্যে যারা দুষ্কর্ম করে, তাদের কি গ্রেফতার করা যাবে না?' বলে প্রশ্ন রেখেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ও বিভিন্ন গণমাধ্যম সংস্থার প্রতিনিধিদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই প্রশ্ন রাখেন মন্ত্রী।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'এই করোনা মহামারির মধ্যে একটি উগ্রবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছিল। আর অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের পক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব।'

'যারা নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি, যানবাহন জ্বালিয়ে দেয়, ভূমি অফিসে আগুন দিয়ে সাধারণ মানুষের জমির দলিলপত্র পোড়ায়, ফায়ার-রেল-পুলিশ স্টেশনে হামলা করে, ঐতিহ্য-পুরাকীর্তি বিনষ্ট করে, অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে আক্রমণ করে, তাদের কি গ্রেফতার করা যাবে না! তাদের বিরুদ্ধে কি দেশের ফৌজদারি আইন অকার্যকর করে দিতে হবে?' প্রশ্ন রাখেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান   
মাহ্‌মুদ।

করোনা মহামারির মধ্যে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই যে একমাত্র পুরোটা সময়জুড়ে জনগণের পাশে আছে, সেটা গণমাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখা যায় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের কর্মীরা কৃষকের ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে।

মন্ত্রী ড. হাছান এ সময় মহামারির মধ্যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অক্লান্ত কাজ করে যাওয়া গণমাধ্যমকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দীকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের জন্য ও এগুলো বিতরণের উদ্যোগের জন্য ডিইউজে নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সেই সাথে মন্ত্রী বলেন, 'করোনাকালে ব্যবসায় মন্দার অজুহাতে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতি অত্যন্ত দুঃখজনক, অনভিপ্রেত ও আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। সম্প্রতি যেখানে চাকরিচ্যুতি হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো চেষ্টা করছে। আশা করবো, যাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদেরকে পুনর্বহাল করার দিকেই কর্তৃপক্ষ যাবে, এই আমার প্রত্যাশা।'

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিত্বে  ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, বিএফইউজে'র সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল এবং দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

পত্রিকা, টিভি, বেতার, অনলাইন গণমাধ্যমসহ প্রায় ৭০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অতিথিদের কাছ থেকে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী গ্রহণ করেন।

#

আকরাম/রোকসানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৫ হাজার ৭৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৩০৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৪৮ হাজার ৬২৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৭জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ১৫০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৩ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৫

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা** **ডা. কাজী মোঃ তরিকুল আলমের মৃত্যুতে**

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী এবং সচিবের শোক**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (লাইভস্টক) ক্যাডারের ১৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার, নারায়ণগঞ্জ-এর উপরিচালক ডা. কাজী মোঃ তরিকুল আলম করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল দিবাগত রাত ১টায় তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুতেগভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ।

তাঁরা মরহুম ডা. কাজী মোঃ তরিকুল আলমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোক বার্তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জানান, ডা. কাজী মোঃ তরিকুল আলম ছিলেন একজন মেধাবী কর্মকর্তা। কর্মক্ষেত্রে তিনি দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব শোক বার্তায় জানান, ডা. কাজী মোঃ তরিকুল আলমের মতো মেধাবী কর্মকর্তার মৃত্যু দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের বিরাট ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গভীরভাবে শোকাহত।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৪

**ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার না করলে কঠোর ব্যবস্থা**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার না করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোনো জরুরি কাজে কেউ ঘরের বাইরে গেলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে তাঁকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য সরকার বারবার নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অনেকেই এ নিদের্শনা অমান্য করছেন। এক্ষেত্রে বাইরে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার না করলে সরকার কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রয়োজনে প্রত্যেককে দুটো মাস্ক ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে সরকার।

#

পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৩

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি

**59টি প্রতিষ্ঠানকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রম চলাকালে গতকাল রাজধানীসহ সারাদেশে বিভিন্ন অপরাধে ৫৯টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, স্বাস্থ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)সহ শিল্প বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ অভিযানে সহযোগিতা করেন। বাজার অভিযানকালে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীবৃন্দের মধ্যে লিফলেট, প্যাম্ফলেট বিতরণসহ হ্যান্ডমাইকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষন আইন অনুযায়ী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণসহ স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

#

তাহমিনা/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬২

**চলতি বোরো মৌসুমে সাড়ে ১১ লাখ মে. টন চাল এবং**

**সাড়ে ৬ লাখ মে. টন ধান কিনবে সরকার**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

সরকার চলতি বোরো মৌসুমে সাড়ে ১১ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং সাড়ে ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে ৪০ টাকা কেজি দরে ১০ লাখ মে. টন সেদ্ধ চাল, ৩৯ টাকা কেজি দরে দেড় লাখ মে. টন আতপ চাল এবং ২৭ টাকা কেজি দরে সাড়ে ৬ লাখ মে. টন ধান কেনা হবে।

আগামী ২৮ এপ্রিল থেকে বোরো ধান এবং ৭ মে থেকে চাল সংগ্রহ শুরু হবে, শেষ হবে ৩১ আগস্ট।

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার আজ ভার্চুয়ালি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।

#

সুমন/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬১

**বাঁশখালীর হতাহতদের জন্য শ্রম প্রতিমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা ঘোষণা**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত ৭ জন শ্রমিকের প্রত্যেক পরিবারকে দুই লাখ এবং আহত ১৫ শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

আজ এক বিবৃতিতে প্রতিমন্ত্রী এ ঘোষণা দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাঁশখালীর ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক। তিনি বলেন, একটি শ্রমজীবী পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু হলে সে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে। এ অসহায় শ্রমিক পরিবারকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিককল্যাণ তহবিল থেকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী নিহত শ্রমিকদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক নিহত হলে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে সর্বোচ্চ দুই লাখ পর্যন্ত এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সহায়তার বিধান রয়েছে।

#

আকতারুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯৬০

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এর মৃত্যুবার্ষিকীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা এ কে (আবুল কাশেম) ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শেরে বাংলা এদেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে আজীবন কাজ করে গেছেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এ কে ফজলুল হক দরিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষি ঋণ আইন প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনসহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন।

জমিদারগণ রায়তদের উপর যে আবওয়াব ও সেলামি ধার্য করতেন, তিনি তার বিলোপ সাধন করেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাঁকে ‘শেরে বাংলা’ বা ‘বাংলার বাঘ’ খেতাবে ভূষিত করেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর আদর্শিক ঐক্য ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। শোষণ ও বঞ্চনাহীন ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

বাংলার গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর অসীম মমত্ববোধ, ভালবাসা এবং কর্মপ্রচেষ্টা মানুষকে সবসময় অনুপ্রাণিত করবে।

আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯৫৯

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৬-১৯২১), কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পূর্ব বাংলার গভর্নরের (১৯৫৬-১৯৫৮) পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও বাগ্মী। তিনি একাধারে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসাবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল তিনি গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

হক সাহেব ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং ১৯৫৩ সালে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শেরে বাংলা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজকে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগে গঠিত ‘ঋণ সালিশী বোর্ড’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগবিধি, প্রজাসত্ত্ব আইন, মহাজনী আইন, দোকান কর্মচারি আইন প্রণয়নের ফলে এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিক উপকৃত হন। এই বরেণ্য রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ কে ফজলুল হকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এ মহান নেতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/বিপু/২০২১/১৪১০ ঘণ্টা